পর নিবৃত্তি। সেইরূপ জ্ঞান-সাধনটিও অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের অভেদ অনুসন্ধান ও মুক্তিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত করিতে হয়; মুক্তিলাভের পর জ্ঞান-সাধনের যোগ্যতাই থাকে না। তেমন তেমনভাবে সেই সেই সাধন অনুষ্ঠানের যোগ্যতা প্রকৃতির অপেক্ষা আছে এবং সেই সেই কর্ম্মাদিতে শাস্ত্র-প্রকৃতিতে ব্যভিচারিতা দেখা যায়; অর্থাৎ আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং কিরূপ যোগ্যতা লাভ হইলে ঐ ঐ সাধন অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, তাহাও শাস্ত্রে সাধুগণ বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তির কিন্তু বিধি ও নিষেধ মুখে "সদা এবং সর্ব্বত্র" ভক্তির মহিমা বর্ণনপূর্ব্বক অনুবৃত্তি দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তির আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি নাই এবং অধিকারিগত যোগ্যতার কোন অপেক্ষা নাই। অতএব, এইপ্রকার শ্রীহরিভক্তিই প্রেম-লক্ষণ রহস্যতত্ত্বের অঙ্গ (সাধন) হইবার উপযুক্ত। এইজন্যই রহস্যবস্তুর অঙ্গ বলিয়াই জ্ঞানরূপ অর্থান্তর দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াই এই ভক্তিসাধনটির উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, রহস্য শব্দের অর্থ গোপনীয়; যেটি গোপনীয় বস্তু, সেটির সাধনও গোপনীয় হওয়া উচিৎ। শ্রীব্রহ্মাও ভবিষ্যতে জগৎকে উপদেশ করিবেন যে—নারদ তাঁহাকে সেই প্রকারই সংকল্প করাইয়াছিলেন। যথা—

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তি র্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতিসঙ্কল্প্য বর্ণয়॥ ২।৭।৫২

হে বৎস! তুমি যে জগৎকে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মার্থ উপদেশ করিবে, তাহাতে অখিলাধার সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিতে যাহাতে মানবমাত্রের ভক্তির উদয় হয়—এইরূপ সংকল্প অর্থাৎ যথানিয়মে অঙ্গীকার করতঃ উপদেশ কর। ১১৫॥

শ্রীনারদেনাপি তন্মহাপুরাণাবির্ভাবার্থং যথৈবোপদিষ্টং—অথো মহাভাগ! ভবান-মোঘদৃক্, শুচিশ্রবাঃ সত্যব্রতো ধৃতব্রতঃ। উরুক্রমস্যাখিলবন্ধ মুক্তয়ে, সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥ ১১৬॥

শ্রীনারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হৃদয়ে সেই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাব করাইবার জন্য শ্রীব্রহ্মা যে প্রকার সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন, সেই প্রকারই যথাযথরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন।

১।৫।১৩ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে কহিলেন—হে মুনিবর! ভক্তিশূন্য জ্ঞান, বাক্‌চাতুর্য্য, কর্ম্মকৌশল প্রভৃতি সকলই যে বিফল, ইহা আমি যুক্তির সহিত তোমাকে কহিলাম। অতএব, শ্রীহরির চরিত্রই নিরন্তর বর্ণন কর। যেহেতু তুমি অমোঘদৃষ্টি, পবিত্রযশা, সত্যে নিরত এবং